প্রথম আলো

তারিখ ... 1 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ .....

সমাপনী পরীক্ষা বই ও শিক্ষানীতি

শরিফুজ্জামান

বছরজুড়ে শিক্ষাকে ঘিরে আলোচনার বিষয় ছিল বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়ার উদ্যোগ। শিক্ষায় ঝড় তুলেছে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ। আর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা দেশজুড়ে কাঁকুনি দিয়ে গেল।

শিক্ষায় এই তিনটি আলোচিত বিষয়ের পাশাপাশি গত এক বছরে সমালোচনা কম হয়নি। শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োগ-বদলি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ছিল। সরকারের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রশাসনে ঠাঁই দেওয়ার বিষয়টি ছিল সমালোচনার শীর্ষে। নিয়োগ-বদলি নিয়ে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি কম হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ সম্মেলন করে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ শিক্ষা প্রশাসনে জড়িত কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেন। গত এক বছরে এমন কেউ চিহ্নিত হয়নি। তাই বলে দুর্নীতির অভিযোগ যে ঘুচে গেছে, এমনটি নয়। তবে এসব অভিযোগ ছিল সহনশীল।

মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই দেওয়ার প্রচার ফুলত বছর দুয়েক আগে শুরু হয়েছিল সংবাদমাধ্যমে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটাই প্রশ্ন আসত ঘুরেফিরে: তা হলো, কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা? এই প্রশ্নের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমে একের পর এক মাধ্যমিকে বিনামূল্যে বই দেওয়ার ওপর জোর দিয়ে প্রতিবেদন ও মতামত প্রকাশ হতে থাকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই মতকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়; ওই সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান, ওই সময়ের সচিব মোমতাজুল ইসলাম, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মো. মহিব উদ্দিন, কয়েকজন শিক্ষাবিদসহ বেশ কয়েকজন শক্তিশালী ব্যক্তি এ বিষয়ে আন্তরিক ছিলেন। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করলেও তা শেষ করতে পারেননি। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নেতৃত্বে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলো।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রাথমিক স্তরে সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে নতুন বই দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রাথমিকে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে বিনামূল্যে অর্ধেক নতুন এবং অর্ধেক পুরোনো বই দেওয়া হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী সবাইকে নতুন বই দেওয়ার চেষ্টা করলেও দাতাদের সংশ্লিষ্টতা থাকায় স্বল্প সময়ে ওই উদ্যোগের বাস্তবায়ন হয়নি। ওই ভালো উদ্যোগটির বাস্তবায়ন হয়েছে বর্তমান সরকারের সময়ে। প্রাথমিকে বিনামূল্যে সব নতুন বই এবং মাধ্যমিকে প্রথমবারের মতো বিনামূল্যে বই দেওয়ার জনপ্রিয় কাজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও অনেকের ভূমিকা ও উদ্যোগ ছিল। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে জাতীয় বাজেটের টাকায় দেশের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এখন বই প্রস্তুত।

এটা যে সরকারের কত বড় জনগুরুত্বপূর্ণ কাজ, তা সংবাদকর্মী হিসেবে উপলব্ধি করছি। বিভিন্ন উপায়ে বিনামূল্যে বই দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরতাম ঠিকই, কিন্তু সংশয় থেকেই যেত। কারণ প্রাথমিকে বিনামূল্যে বই দেওয়া হয় দাতাদের টাকায়। মাধ্যমিকের জন্য সরকার ২৫০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা দিতে পারবে, এটা ভাবলেই চুপসে যেতাম।

এ রকম আরেকটি উদ্যোগ ছিল প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে। মন্ত্রিপরিষদ তিন মাস আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া ও ফল প্রকাশের মতো এত বড় একটি কাজ করে ফেলেছে। প্রথম দিকে এটা ভাবতেই ভয় লাগত। কিন্তু সরকারের এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারের প্রশাসনযন্ত্র, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সাধারণ মানুষ যেভাবে সম্পৃক্ত হয়, তাতে কাজ বড় হলেও তা শেষ হয়েছে সুষ্ঠুভাবে।

বড় দাগে বই এবং সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষায় এ সাফল্য চোখে পড়ার মতো। এ ছাড়া শিক্ষায় বছরজুড়ে আলোচিত-সমালোচিত বিষয় ছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন। একশ্রেণীর প্রভাবশালী প্রতারক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে সনদ বিক্রি করছে। প্রচলিত আইন দিয়ে তাদের প্রতারণা ঠেকানো যাচ্ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ তৈরি ও অনুমোদন করেছিল। বর্তমান সরকার ওই অধ্যাদেশ জাতীয় সংসদে পাস করেনি। নতুন আইন মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হলেও তা সংসদ এখনো চূড়ান্ত করেনি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী কিছু মালিক নতুন আইন চান না। ফুলত তাঁদের প্রভাবে সাত বছর ধরে আইনটি স্পর্শ করা যাচ্ছে না। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলেও তা যেকোনো মুহূর্তে ঝুলে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা রয়েছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিন পর জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। ইতিমধ্যে খসড়া তৈরি হয়েছে। এটি খুব শিগগির বাস্তবায়ন শুরু হবে এমন আশা প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এটা নিয়ে সরকারবিরোধী ও ইসলামি দলগুলো আন্দোলন শুরু করেছে। তারা বলছে, এই শিক্ষানীতি তাদের পছন্দ নয়। তবে শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, এটা জাতীয় শিক্ষানীতি, দলীয় শিক্ষানীতি নয়। ২০১০ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে এই শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন শুরু হবে। সময়ই বলে দেবে এটা বাস্তবায়ন হবে, না অন্যান্য নীতির মতো বারবন্দী হয়ে থাকবে।